যুগান্তর

19 JUN 2007

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষা
২৫

যশোর বোর্ডে প্রতিবছর ঝরে পড়ে ৫০ হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থী

যশোর ব্যুরো

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৫০ হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। গত পাঁচ বছরে যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে ৫ লাখ ৪৭ হাজার ৯১৭ জন ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিলেও কৃতকার্য হয়েছে মাত্র ৩ লাখ ১০৬ জন। পাসের গড় ৫৫ দশমিক ৬ শতাংশ। প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ায় যশোর শিক্ষা বোর্ডের এ অবস্থাকে কর্মকর্তারা দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, ২০০৩ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত এ বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় মোট ৫ লাখ ৫২ হাজার ৮ জন ছাত্রছাত্রী ফরম পূরণ করে। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫ লাখ ৪৭ হাজার ৯১৭ জন। পরীক্ষায় নকলের অভিযোগে এ সময় বহিষ্কার করা হয় মাত্র ৩৪৭ জনকে। এছাড়া ফরম পূরণ করে পরীক্ষায় অংশ নেয়নি এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৮৮৫ জন। যশোর বোর্ডে গত পাঁচ বছরে দু'বার ফল বিপর্যয় ঘটে।

সূত্র জানায়, ২০০৩ সালে এ বোর্ডের অধীনে ১ লাখ ১৮ হাজার ৬২৬ জন এসএসসি পরীক্ষার্থী ফরম পূরণ করে। এর মধ্যে ১ লাখ ১৮ হাজার ৯৭ জন পরীক্ষায় অংশ নিলেও উত্তীর্ণ হয় ৪৯ হাজার ৭৬৭ জন। পাসের হার ৪২ দশমিক ১৪ শতাংশ। ২০০৪ সালে যশোর বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যায়। সংশ্লিষ্ট অনেকের মতে, এক বছরের ব্যবধানে এই শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রায় ৭৫ হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থী শিক্ষা জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। ২০০৪ সালে ফরম পূরণকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৫ হাজার ৮৫৩ জন। এর মধ্যে ১ লাখ ৪ হাজার ৭০০ জন পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং কৃতকার্য হয় ৫৭ হাজার ৬২৫ জন। পাসের হার ৫৫ দশমিক ০৪ শতাংশ। ২০০৫ সালেও ফরম পূরণকৃত এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১ লাখ ২ হাজার ৪৪১ জনে। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১ লাখ ১ হাজার ৫৭৩ জন। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭০ হাজার ২৭৮ জন। পাসের হার ৬৯ দশমিক ১৯ শতাংশ। কিন্তু ২০০৬ সালে ১ লাখ ৭ হাজার ৪০২ জন ছাত্রছাত্রী ফরম পূরণ করলেও পরীক্ষায় অংশ নেয় ১ লাখ ৬ হাজার ৭৩২ জন। এর মধ্যে কৃতকার্য হয় ৫১ হাজার ৩৩৬ জন। পাসের হার ৪৮ দশমিক ১০ শতাংশ। তবে চলতি বছর যশোর বোর্ডে পাসের হার সব বোর্ডের শীর্ষে। ২০০৭ সালে ১ লাখ ১৭ হাজার ৬৫৮ জন ছাত্রছাত্রী ফরম পূরণ করে। এর মধ্যে ১ লাখ ১৬ হাজার ৮১২ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৭১ হাজার ১৭ জন কৃতকার্য হয়। পাসের হার ৬০ দশমিক ৮৭ শতাংশ। এসএসসিতে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ পরবর্তী পরীক্ষায় অংশ নিলেও তাদের পাসের হার উল্লেখযোগ্য নয়। যশোর শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়ছে বলে তিনি মনে করেন।